যুগান্তর

তারিখ 19 SEP 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

নারায়ণগঞ্জ বার একাডেমি স্কুল

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ঝাড়ু মিছিল

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জে শত বছরের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ 'নারায়ণগঞ্জ বার একাডেমি' উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে বিক্ষোভ করেছেন অভিভাবক, শিক্ষার্থীসহ স্থানীয় এলাকাবাসী। সোমবার দুপুরে জেলা শিক্ষা অফিসারের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের একটি তদন্ত টিম স্কুলটি পরিদর্শনে গেলে তার সামনেই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ঝাড়ু মিছিল করে বিক্ষুব্ধরা। এ সময় প্রধান শিক্ষকের অনিয়ম-দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার নানা দিক তুলে ধরে তার অপসারণের দাবিতে তদন্ত কমিটির কাছে লিখিত অভিযোগ দেয়া হয়। অনিয়মের মাধ্যমে ম্যানেজিং কমিটি গঠনের বিষয়টি তুলে ধরে নির্বাচনের মাধ্যমে ম্যানেজিং কমিটি গঠনেরও দাবি জানান বিক্ষুব্ধরা। এরপর দুপুর ২টার দিকে প্রধান শিক্ষককে এক প্রকার জোর করেই স্কুল থেকে বের করে দেন এলাকাবাসী। পরে স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিরা তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। তদন্ত কমিটির তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত একজন সিনিয়র শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

অভিভাবকরা জানান, ঐতিহ্যবাহী বার একাডেমি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে শিক্ষার্থীদের তার নিজস্ব কোচিং সেন্টারে বাধ্যতামূলক কোচিং করা, ভর্তি ও বই বাণিজ্য এবং বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করাসহ নানা ধরনের দুর্নীতি করে আসছেন। বিউটি নামের একজন অন্য স্কুলের এমপিওভুক্ত শিক্ষককে তিনি এই স্কুলে নিয়োগ দিয়েছেন। কর্মচারীদের বেতন থেকেও তিনি টাকা কর্তন করে নিজের পকেটে নিয়ে নেন। স্কুলটির ম্যানেজিং কমিটির সাবেক অভিভাবক প্রতিনিধি সদস্য নুরুজ্জামান জানান, স্কুলটির শিক্ষার মান অনেক নিম্নমুখী। এসএসসি পরীক্ষা পাসের হার অনেক কম। কিন্তু আগে এমনটি ছিল না। মনিরুজ্জামান মনির প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই এ অবস্থা চলছে। স্কুলটির ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি শামীম চৌধুরী ৪-৬ মাসেও স্কুলে আসেন না। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিস্তর অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ। তাই তাকে বরখাস্ত করে এরপর তদন্ত কমিটি তাদের কার্যক্রম চালালে ভালো হবে। স্কুলটির প্রাক্তন ছাত্র আওয়ামী লীগ নেতা সামছুজ্জামান ভাসানী বলেন, যদি নির্বাচন না হয়ে আবারও পাতানো কমিটিকে বৈধ করা হয় তাহলে বিক্ষোভ আরও বড় পরিসরে হবে। এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা অফিসার জানান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বেশ কিছুর সত্যতা পাওয়া গেছে। আগামী তিন দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন দেয়া হবে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ সময় প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান মনির বলেন, আমি হুকুমের গোলাম। আমাকে ম্যানেজিং কমিটি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছে আমি সেটা পালন করেছি মাত্র।

2